মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ

মোংলা, বাগেরহাট।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ০৭.০৯.২০১৪ তারিখ নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
পরিদর্শন কালে প্রদত্ত দিক নির্দেশনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১.	সকল নৌ-পথের নাব্যতা সকল ঋতুতে বজায় রাখার প্রচেষ্টা নিতে হবে। ক্যাপিটাল ড্রেজিং এর পাশাপাশি সারা বছর মেইনট্যানেন্স ড্রেজিং চালিয়ে যেতে হবে। নদ-নদীগুলো হতে ড্রেজিং এর মাধ্যমে উত্তোলিত মাটি রপ্তানি করা যায় কি-না যাচাই করে দেখতে হবে। কর্ণফুলী নদীতে ড্রেজিং-এর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে আরও ড্রেজার সংগ্রহ করতে হবে।	• মোংলা বন্দরের পশুর চ্যানেলের নাব্যাতা বজায় রাখার জন্য ড্রেজিং কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। • নভেম্বর-২০১৩ হতে জুন-২০১৮ পর্যন্ত মোংলা বন্দরের পশুর চ্যানেলের বিভিন্ন স্থানে মোট ৩৮ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। • হিরণ পয়েন্টের নীলকমল খালে ২ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ফলে স্বাভাবিক জোয়ারে ৭.৫ মিটার গভীরতার জাহাজ নির্বিঘ্নে বন্দরে আগমন-নির্গমন করতে পারছে। • "মোংলা বন্দর হতে রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র পর্যন্ত ক্যাপিটাল ড্রেজিং" শীর্ষক প্রকল্পটি অধীনে প্রায় ১৩ কিঃ মিঃ নদী পথে ৩৮.৮১ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং কাজ চলছে। ইতোমধ্যে ২০.০০ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং সম্পন্ন করা হয়েছে। • পশুর চ্যানেলের আউটার বারে ১০৪ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং কাজের গত ১৩-১২-২০১৮ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ডাইক ডিজাইনের কাজ চলছে। আগষ্ট-১৯ মাসে ড্রেজিং এর কাজ শুরু হবে। • জয়মনিরগোল এলাকায় ১৩ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং করার জন্য ২৯-০১-২০১৯ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ইতোমধ্যে ড্রেজার প্রকল্প এলাকায় আনা হয়েছে। • নিয়মিত Maintenance ড্রেজিং এবং পুরো চ্যানেলটিতে প্রাথমিক পর্যায়ে ৮.৫ মিটার CD গভীরতা অর্জনের জন্য ০১টি প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। ১০ মিটার পর্যন্ত নাব্যতা বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। সংরক্ষণ ড্রেজিং এর জন্য ২টি কাটার সাকশন ড্রেজার সংগ্রহ করা হয়েছে। • ড্রেজিংকৃত মাটি দ্বারা মোংলা বন্দর এলাকায় স্থাপিত বিভিন্ন শিল্প কারখানা ও অন্যান্য স্থাপনার জায়গা উন্নয়ন করা হচ্ছে।
২.	বন্যা হতে রক্ষা পাওয়ার লক্ষ্যে বর্ষাকালে অতি বর্ষণে সৃষ্ট পানি ধারণের ব্যবস্থা রেখে ড্রেজিংসহ অন্যান্য পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।	মোংলা বন্দরের চ্যানেলে ড্রেজিং এর ফলে অত্র এলাকায় বর্ষাকালে অতি বর্ষনে সৃষ্ট অতিরিক্ত পানি বহন করতে সক্ষম।
৩.	সমুদ্র পথে বাণিজ্যের প্রসারসহ আঞ্চলিক যোগাযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমুদ্র বন্দর এবং স্থলবন্দর সমূহকে আরও আধুনিক বন্দরে রুপান্তরের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।	সমুদ্রপথে বাণিজ্যের প্রসারসহ আঞ্চলিক যোগাযোগ বৃদ্ধি এবং মোংলা বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০০৯ হতে জুন-২০১৮ পর্যন্ত ৪৫৪ কোটি ৪৭ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা ব্যয়ে মোট ০৯ টি উন্নয়ন প্রকল্প এবং ০৪ টি উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বর্তমানে ১১ টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে এবং ০৬ টি উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন আছে।
৪.	নৌ-পরিবহন ব্যবস্থা নিরাপদ করে গড়ে তুলতে হবে। তদানুযায়ী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত ডিজাইন মোতাবেক জলযান তৈরী করতে হবে। যাত্রী সাধারণের নিরাপত্তার জন্য সরকারী বিধানবলী অনুসরণ করে জলযানে উদ্ধার ও নিরাপত্তামূলক সরঞ্জামাদি রাখতে হবে।	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জলযান তৈরীর ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষে বিশেষ করে ক্লাসিফিকেশন সোসাইটির অনুমোদিত ডিজাইন ও নির্দেশনা মতে তৈরী এবং চলাচলের ক্ষেত্রে নিরাপত্তামূলক সরঞ্জাম যথাযথভাবে নিশ্চিত করা হয়ে থাকে। মবক কর্তৃক জলযান তৈরীর ক্ষেত্রে International Association of Classification Societies (IACS) এর সদস্য নিয়োগ, নকশা অনুমোদন ও নির্মাণ কার্যক্রম তদারকি পূর্বক জলযান তৈরী নিশ্চিত করা হয়ে থাকে। বন্দরের জাহাজগুলো অতি পুরাতন বিধায় সেগুলোকে প্রতিস্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। ভবিষ্যতে জলযান ক্রয়ের সময় এ নির্দেশনা অনুসরণ করা হবে।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
৫.	পর্যটকগণকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে আকর্ষণীয় নৌ-যানসহ নিরাপদ এবং সাশ্রয়ী ক্রুজ সার্ভিস ব্যবস্থা অন্যান্য পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।	ভবিষ্যতে বিবেচনা করা হবে।
৬.	মাষ্টার ও নাবিকদের প্রশিক্ষণ বৃদ্ধি করতে হবে। প্রশিক্ষণের জন্য জনবল বিদেশে প্রেরণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। উত্তরবঙ্গে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে।	মবক-এ কর্মরত বিভিন্ন জলযানের মাষ্টার ও নাবিকদের পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম চলমান আছে।

স্বাক্ষরিত/ ০৪-০৩-১৯
পরিচালক (প্রশাসন)

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ

মোংলা, বাগেরহাট।

সংযুক্তি-"ক"

মোংলা বন্দর ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার মোংলা বন্দরের সন্নিকটে রামপালে বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ উদ্যোগে ১৩২০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ, রুপরুপ পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ, পদ্মাসেতু নির্মাণ, মোংলা বন্দর পর্যন্ত রেললাইন স্থাপনের কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি স্থাপিত হলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রতি বছর কমপক্ষে ৪৫.০০ লক্ষ মেঃ টন কয়লা এবং রুপপুর পারমানবিক কেন্দ্রের মালামাল বিদেশ হতে মোংলা বন্দরের মাধ্যমে আমদানী করা হবে। পদ্মা সেতু নির্মিত হলে ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার শিল্প কারখানার মালামাল বিশেষ করে গার্মেন্টস সামগ্রী মোংলা বন্দরের মাধ্যমে আমদানী/রপ্তানীর সহজ সুযোগ সৃষ্টি হবে। ফলে ঢাকা ও ঢাকার পার্শ্ববর্তী এলাকার আমদানি/রপ্তানি মালামাল উল্লেখযোগ্য পরিমানে মোংলা বন্দরের মাধ্যমে পরিবাহিত হবে বলে আশা করা যায়।

এ প্রেক্ষাপট বিবেচনায় দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে সামঞ্জস্য রেখে মোংলা বন্দরের উন্নয়নের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত প্রকল্প :

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম; প্রাক্কলিত ব্যয়; বাস্তবায়নকাল;	কার্যক্রম	প্রকল্প বাস্তবায়নের সুফল	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১.	মোংলা বন্দর হতে রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র পর্যন্ত পশুর চ্যানেলে ক্যাপিটাল ড্রেজিং। প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ টাকা ১৬৬৫০.০০ লক্ষ বাস্তবায়নকালঃ ২০১৬-১৭ হতে ২০১৭-১৮	রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কয়লাবাহী জাহাজ চলাচলের জন্য পশুর চ্যানেলে ১৩কিঃমিঃ এলাকায় প্রায় ৩৮.৮১ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং কার্য সম্পন্ন করা হবে।	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশীপ পাওয়ার কোম্পানী লিমিটেড কর্তৃক বছরে প্রায় ৪৫ লক্ষ মেঃটন কয়লা নির্বিঘ্নে পরিবহন করা সম্ভব হবে।	ড্রেজিং কার্য চলমান। ইতোমধ্যে ২১.০০ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং কাজ করা হয়েছে।
২.	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের রুজভেল্ট জেটির বিদ্যমান অবকাঠামোর উন্নয়ন প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ টাকা ২৩৬০.০০ লক্ষ বাস্তবায়নকালঃ জুলাই ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০১৮	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের রুজভেল্ট জেটির বিদ্যমান বিভিন্ন অবকাঠামোর মেরামত ও উন্নয়ন কার্য সম্পাদন করা হবে।	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে মবক এর রুজভেল্ট জেটির বিদ্যমান বিভিন্ন অবকাঠামো ব্যবহারের মাধ্যমে হ্যান্ডলিং এর সুবিধা সৃষ্টি হবে।	প্রকল্পটির অধীনে বাইপাস রাস্তার ১০০% এবং সীমানা প্রাচীরের ৬৫% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। রুজভেল্ট জেটির স্ট্যাক ইয়ার্ড পুন নির্মানের কাজ ৫৫%, নতুন স্ট্যাক ইয়ার্ড নির্মানের কাজ ৮০% এবং ড্রেন নির্মানের কাজ ৮৫% সম্পন্ন হয়েছে।
৩.	ভেসেল ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেম। (ভিটিএমআইএস) প্রবর্তন প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ টাকা ৪৮৯০.৭৮ লক্ষ বাস্তবায়নকালঃ ২০১৭-১৮ হতে ২০১৮-১৯	প্রকল্পটির অধীনে মবক দেশী বিদেশী জাহাজের অবস্থান নিয়মিত পর্যবেক্ষণের জন্য ভিটিএমআইএস প্রবর্তন করা হবে।	বন্দর সীমানায় আগত সমূদ্রগামী জাহাজসমূহ মনিটরিং করাসহ দক্ষতার সাথে হ্যান্ডলিং করার মাধ্যমে প্রদত্ত সেবার মান উন্নীত করা যাবে।	০১টি স্পীড বোট সংগ্রহ করা হয়েছে। ভিটিএমআইএস যন্ত্রপাতি সংগ্রহের জন্য এলসি খোলার অপেক্ষায় আছে।
৪.	মোংলা বন্দর চ্যানেলের আউটার বারে ড্রেজিং। প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ টাকা ৭১২৫০.০০ লক্ষ বাস্তবায়নকালঃ জুলাই ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০১৯	প্রকল্পটির অধীনে ১০৩.৯৫ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং কার্য সম্পাদন করা হবে।	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে মোংলা বন্দরে ১০.৫ মিটার ড্রাফটের জাহাজ হ্যান্ডলিং এর সুবিধা সৃষ্টি হবে।	পশুর চ্যানেলের আউটার বারে ১০৪ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং কাজের জন্য গত ১৩-১২-২০১৮ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ডাইক নির্মাণ ও সার্ভে কাজ চলছে। আগামি আগষ্ট-১৯ মাসে ড্রেজিং এর কাজ শুরু হবে।
৫.	মোংলা বন্দরের জন্য টাগ বোট সংগ্রহ সম্ভাব্য ব্যয়ঃ টাকা ৪৯২৯.০০ লক্ষ বাস্তবায়নকালঃ জানুয়ারি, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০১৮	সমুদ্রগামী জাহাজ হ্যান্ডলিং এর জন্য পুশিং, পুলিং, টোইং, মুরিং-আনমুরিং দ্রুততম সময়ে সম্পন্নের জন্য Off The Shelf ১টি টাগ বোট সংগ্রহ করা হবে।	সমুদ্রগামী জাহাজ হ্যান্ডলিং এর জন্য পুশিং, পুলিং, টোইং, মুরিং-আনমুরিং দ্রুততম সময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।	টাগ বোট সংগ্রহের জন্য পিএসআই সম্পন্ন হয়েছে। ৩১ মার্চ-১৯ এর মধ্যে মোংলা বন্দরে এসে পৌছাবে।

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম; প্রাক্কলিত ব্যয়; বাস্তবায়নকাল;	কার্যক্রম	প্রকল্প বাস্তবায়নের সুফল	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
৬.	সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট ফর মোংলা পোর্ট। সম্ভাব্য ব্যয়ঃ টাকা ২৪৭২.৫০ লক্ষ বাস্তবায়নকালঃ ২০১৮-১৯ হতে ২০১৯-২০	প্রকল্পটির অধীনে মোংলায় ১টি সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন করা হবে।	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে মোংলা বন্দর, সমূদ্রগামী জাহাজ এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সুপেয় পানির চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে।	ড্রইং ডিজাইনের জন্য কনসালটেন্ট নিয়োগ করা হয়েছে। ৩১ মার্চ১৯ এর মধ্যে প্রতিবেদন পাওয়া যাবে।
৭.	মোংলা বন্দরের জেটিতে গিয়ারলেস জাহাজ হ্যান্ডলিং এর জন্য মোবাইল হারবার ক্রেন সংগ্রহ সম্ভাব্য ব্যয়ঃ টাকা ৪৬৮১.৫০ লক্ষ বাস্তবায়নকালঃ জানুয়ারি, ২০১৮ হতে জুন, ২০১৯	বন্দরের বিদ্যমান জেটিতে গিয়ারলেস জাহাজে পরিবাহিত কন্টেইনার হ্যান্ডলিং এর জন্য ১টি মোবাইল হারবার ক্রেন সংগ্রহ করা হবে।	মোংলা বন্দরের বিদ্যমান জেটিতে গিয়ারলেস জাহাজে পরিবাহিত কন্টেইনার হ্যান্ডলিং করা সম্ভব হবে।	পিএসআই এর অপেক্ষায় আছে।
৮.	মোংলা বন্দরের হারবার চ্যানেলের ফুড সাইলো এলাকায় ড্রেজিং সম্ভাব্য ব্যয়ঃ টাকা ৩৬৩৮.৮৫ লক্ষ বাস্তবায়নকালঃ জানু: ১৮ হতে ডিসে: ১৯	প্রকল্পটির অধীনে ১৩.৩৬ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং কার্য সম্পাদন করা হবে।	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে মোংলা বন্দরে নির্বিঘ্নে জাহাজ আগমন ও নির্গমনের পথ সুগম হবে।	জয়মনিরগোল এলাকায় ১৩ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং করার জন্য ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়েছে এবং গত ০৪-০২-২০১৯ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।
৯.	মোংলা বন্দরের জন্য অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি/সরঞ্জাম সংগ্রহ সম্ভাব্য ব্যয়ঃ ৪৩৩৫২.০০ লক্ষ বাস্তবায়নকালঃ জুলাই ২০১৮ হতে জুন, ২০২১	প্রকল্পটির অধীনে বিভিন্ন ধরনের ৬৪টি ইকুইপমেন্ট ও ১১টি নির্মাণ যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হবে।	মোংলা বন্দরে কন্টেইনার ও কার্গো হ্যান্ডলিং এ দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।	গত ০৬-০৩-১৯ তারিখ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১০.	স্ট্র্যাটেজিক মাস্টার প্লান ফর মোংলা পোর্ট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ টাকা ৫৩০.০০ লক্ষ বাস্তবায়নকালঃ সেপ্টেঃ ২০১৬ হতে জুন ২০১৮	একটি হালনাগাদ মাস্টার প্লান তৈরী করা হবে।	মাস্টার প্লান অনুযায়ী মোংলা বন্দরেরর বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।	কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।
১১.	পিপিপি এর আওতায়ঃ মোংলা বন্দরের ২টি অসম্পূর্ণ জেটি নির্মাণ প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ টাকা ৪১২০০.০০ লক্ষ বাস্তবায়নকালঃ ২০১৬-২০১৭ হতে ২০১৭-১৮	প্রকল্পটির অধীনে আনুমানিক ইকুইপমেন্টসহ ২টি অসম্পূর্ণ জেটির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হবে।	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বার্ষিক ১ লক্ষ ৪০ হাজার টিইউজ কন্টেইনার হ্যান্ডলিং করা সম্ভব হবে।	পত্র সংখ্যক-২২. ০২. ০০০০. ০১৮. ৭২.০০২.১৮.৯৮৫, তারিখঃ ০৪-১০-১৮ মোতাবেক পরিবেশ অধিদপ্তর হতে ছাড়পত্র পাওয়া গিয়েছে। জেটির ডিজাইন এবং সয়েল টেস্টিং এর কাজ শুরু হয়েছে।

অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন ভবিষ্যৎ প্রকল্প :

ক্রঃ নং	প্রকল্পে র নাম; সম্ভাব্য ব্যয়; বাস্তবায়নকাল	কার্যক্রম	প্রকল্প বাস্তবায়নের সুফল	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০১	মোংলা বন্দরের সুবিধাদির সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন টাকা ৪৪৭৭৪৪.৯৭ লক্ষ বাস্তবায়নকাল ঃ ২০১৭-১৮ হতে ২০২১-২২			
	১.১ মোংলা বন্দরে কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ।	মোংলা বন্দরের ক্রমবর্ধমান কন্টেইনার হ্যান্ডলিং ও ডেলিভারীর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য ১টি কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ করা হবে।	কন্টেইনার টার্মিনাল, কন্টেইনার ডেলিভারী ইয়ার্ড ও কন্টেইনার ইয়ার্ড নির্মিত হলে মোংলা বন্দরের মাধ্যমে বছরে ৫ লক্ষ টিইউজ কন্টেইনার হ্যান্ডলিং করা সম্ভব হবে।	দর নেগোসিয়েশন এর জন্য নৌপম কর্তৃক কমিটি গঠন করা হয়েছে। নেগোসিয়েশন কার্যক্রম চলমান।
	১.২ মোংলা বন্দরে কন্টেইনার ডেলিভারী ইয়ার্ড নির্মাণ।	মোংলা বন্দরের ক্রমবর্ধমান কন্টেইনার সংরক্ষণ ও হ্যান্ডলিং এর জন্য ১টি কন্টেইনার ইয়ার্ড নির্মাণ করা হবে।		
	১.৩ কন্টেইনার ইয়ার্ড নির্মাণ।	মোংলা বন্দরের ক্রমবর্ধমান কন্টেইনার সংরক্ষণ ও হ্যান্ডলিং এর জন্য ৯নং জেটির পশ্চাতে ১টি কন্টেইনার ইয়ার্ড নির্মাণ করা হবে।		
	১.৪ বহুতল কার ইয়ার্ড নির্মাণ।	আমদানিকৃত গাড়ী পরিকল্পিত উপায়ে সংরক্ষণের জন্য ন্যূনতম ৮ হাজার গাড়ি ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন বহুতল কার ইয়ার্ড নির্মাণ করা হবে।	কার ইয়ার্ড নির্মিত হলে মোংলা বন্দরের মাধ্যমে আমদানীকৃত ন্যূনতম ৮ হাজার গাড়ি সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে।	
	১.৫ পশুর চ্যানেলে ডুবন্ত রেক অপসারণ।	পশুর চ্যানেল হতে ৫টি ডুবন্ত রেক উত্তোলন করা হবে।	ডুবন্ত রেক অপসারিত হলে পশুর চ্যানেলে পলিজনিত সমস্যা অনেকাংশে দূর হবে। ফলে বন্দরে আরও বড় জাহাজ চলাচল নিরাপদ হবে।	
	১.৬ মোংলা বন্দরের প্রধান সড়ক ছয় লেন ও বাইপাস সড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ।	মোংলা বন্দরের প্রধান সড়ক ছয় লেনে ও বাইপাস সড়ক চার লেনে উন্নীত করা হবে।	পদ্মা সেতু ও খুলনা-মোংলা রেল লাইন স্থাপন কাজ সম্পন্ন হলে মোংলা বন্দরের আমদানি-রপ্তানি উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাবে। সে সাথে মোংলা ইপিজেড, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং ব্যক্তিমালিকানায় শিল্প প্রতিষ্ঠান নির্মাণের ফলে অত্র এলাকায় উৎপাদিত পণ্য এবং আমদানি-রপ্তানি পণ্য পরিকল্পিত উপায়ে নির্বিঘ্নে পরিবহন করা সম্ভব হবে।	
	১.৭ মোংলা বন্দরের জেটির নীচে জমায়িত পলি ভেঙ্গে পড়া রোধকরণ।	৫ হতে ৯নং জেটি সম্মুখে শীট পাইলিং এর কাজ সম্পন্ন করা হবে।	শীট পাইলিং এর কাজ সম্পন্ন করা হলে জেটি সম্মুখে নাব্যতা সংরক্ষণ করা সহজতর হবে এবং ৫টি জেটি ৮মিটার ড্রাফটের জাহাজের জন্য ব্যবহার করা যাবে।	

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম; প্রাক্কলিত ব্যয়; বাস্তবায়নকাল;	কার্যক্রম	প্রকল্প বাস্তবায়নের সুফল	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০২	মোংলা বন্দরের জন্য একটি ট্রেলিং সাকশান হপার ড্রেজার সংগ্রহ। সম্ভাব্য ব্যয়ঃ টাকা ৩২০০০.০০ লক্ষ বাস্তবায়নকালঃ ২০১৭-১৮ হতে ২০১৯-২০	প্রকল্পটির অধীনে ১টি ট্রেলিং সাকশান হপার ড্রেজারসহ ১টি মুরিং গিয়ার পন্টুন সংগ্রহ করা হবে।	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে মোংলা বন্দরের ১৪৫ কিঃমিঃ দীর্ঘ চ্যানেলের মেইনটেনেন্স ড্রেজিং এর মাধ্যমে নাব্যতা সংরক্ষণ করা সহজ হবে।	প্রকল্পটির উপর চীন সরকারের বিবেচনায় আছে।
০৩	আপগ্রেডেশন অব মোংলা পোর্ট সম্ভাব্য ব্যয়ঃ টাকা ৬০১৪৬১.৯০ লক্ষ বাস্তবায়নকালঃ ২০১৮-১৯ হতে ২০২২-২৩	কন্টেইনার টার্মিনাল, কন্টেইনার ডেলিভারী ইয়ার্ড, কন্টেইনার হ্যান্ডলিং ইয়ার্ড, সার্ভিস ভেসেল জেটি, মেরিন ওয়র্কসপ কমপ্লেক্স, বন্দর এলাকায় ৮টি বহুতল ভবন, আকরাম পয়েন্টে ভাসমান সার্ভিস টার্মিনাল নির্মাণ, বন্দরের সংরক্ষিত এলাকা সম্প্রসারণ, ১১টি বিভিন্ন ধরণের জলযান সংগ্রহ, একটি ট্রেলিং সাকশান হপার ড্রেজার সংগ্রহ, জেটি হতে জয়মনিরগোল পর্যন্ত ক্যাপিটাল ড্রেজিং		প্রকল্পটির উপর গত ২০-০৯-১৮ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠন করে নৌপম এর মাধ্যমে ০৫-০২-১৯ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে এবং ইআরডি তে প্রেরণ করা হয়েছে।
০৪	মোংলা বন্দরে আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্ভাব্য ব্যয়ঃ টাকা ৩২২২১.০০ লক্ষ বাস্তবায়নকালঃ জানুয়ারী-২০১৯ হতে জুন- ২০২১	প্রকল্পটির অধিনে বিভিন্ন ধরণের ইকুইপমন্টেসহ ১টি বর্জ্য সংগ্রহকারী জলযান (মারপল শিপ) সংগ্রহ করা হবে।	মোংলা সমুদ্র বন্দর এলাকায় চলাচলকারী বিভিন্ন বাল্ক, কন্টেইনার, ট্যাংকার ও অন্যান্য জলযান নিসৃত তেল ও পেট্রোলিয়াম জাতীয় ব্লিজ, স্লাজ, বালাস্ট, নিকাশী, বর্জ্য পানি ও অন্যান্য আবর্জনা সংগ্রহের নিমিত্তে বর্জ্য সংগ্রহ করা এবং পরিবেশ সম্মত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।	প্রকল্পটির উপর গত ২১-০৩-১৮ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে ডিপিপি প্রণয়ন করে ১১-১১-১৮ তারিখে নৌপম এ প্রেরণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে প্রকল্পটির সমীক্ষা প্রতিবেদনের উপর গত ০৩-০১-১৯ তারিখ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নৌপম এ একটি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন করা হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠন করে গত ০৩-০৩-১৯ তারিখে নৌপম এ প্রেরণ করা হয়েছে।
০৫	মোংলা বন্দর চ্যানেলের ইনার বারে ড্রেজিং সম্ভাব্য ব্যয়ঃ টাকা ৭৩১২৫.০০ লক্ষ বাস্তবায়নকালঃ জানুয়ারী-২০২০ হতে জুন- ২০২২	প্রকল্পটির অধীনে বন্দর চ্যানেলের ইনারবারে ১৭৩.৬২ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন করা হবে।	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে মোংলা বন্দর জেটিতে ৯.৫ মিটার ড্রাফটের জাহাজ হ্যান্ডলিং করা সম্ভব হবে।	ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। শীঘ্রই নৌপম এ প্রেরণ করা হবে।
০৬	নিঃসৃত তেল অপসারণের জন্য ফ্লিট গঠনের লক্ষ্যে অয়েল স্কিমার, বুম ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতিসহ ০২টি অয়েল রিকভারি ভেসেল সংগ্রহ। সম্ভাব্য ব্যয়ঃ টাকা ১০০০০.০০ লক্ষ বাস্তবায়নকালঃ ০১-০৭-১৯ হতে ৩০-০৬-২০২১	প্রকল্পটির অধীনে নিঃসৃত তেল অপসারণের জন্য ফ্লিট গঠনের লক্ষ্যে অয়েল স্কিমার, বুম ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতিসহ ০২টি অয়েল রিকভারি ভেসেল সংগ্রহ করা হবে।	পশুর চ্যানেল ও মোংলা বন্দরের আশেপাশে নদ-নদীসমূহ নিঃসৃত তৈলাক্ত পদার্থ হতে দুষনমুক্ত রাখা যাবে।	ডিপিপি প্রণয়ন করে গত ২০-০১-১৯ তারিখে নৌপম এ প্রেরণ করা হয়েছে।

স্বাক্ষরিত/ ০৪-০৩-১৯
পরিচালক (প্রশাসন)